প্রেস বিজ্ঞপ্তি
০৩ আগস্ট ২০২৬ খ্রি.

।। পরিবেশবান্ধব ও টেকসই নগর গঠনে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।।

.....

০৩ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. (সোমবার) রাজধানীতে পরিকল্পিত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবনে সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল এবং পয়ঃশোধনাগার (STP) স্থাপন নিশ্চিত করার বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর উদ্যোগে গুলশান, বারিধারা, বনানী ও নিকেতন এলাকার বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে রাজধানীর গুলশান সোসাইটি পার্কে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাকারিয়া তাহের, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর শাহে আলম, এমপি; গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আহম্মদ সোহেল মনজুর, এমপি; এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক জনাব মো. শফিকুল ইসলাম খান।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আমিনুর ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান জনাব ইঞ্জিনিয়ার মো. রিয়াজুল ইসলাম। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও এলাকার সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা আধুনিক ও কার্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ভবনে সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল ও STP স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ বিষয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, বাস্তবায়ন কৌশল এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে তা মোকাবেলার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বক্তারা বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগর গড়ে তুলতে সকল অংশীজনের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে লেক ও জলাশয় দূষণ রোধে সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব আহম্মদ সোহেল মনজুর, এমপি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "টেকসই উন্নয়ন ও পরিকল্পিত নগরায়ণের স্বার্থে পরিবেশসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। সরকার একটি আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব নগর গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী জনাব জাকারিয়া তাহের, এমপি বলেন, সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উন্নত ও পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, একটি ভবনে সেপটিক ট্যাংক না থাকলে তা সরাসরি পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। তিনি আরও জানান, সাম্প্রতিক পরিদর্শনে দেখা গেছে, গত দুই মাসে রাজউক প্রায় ৪৪০৯টি ভবন/বাসা পরিদর্শন করেছে। এর মধ্যে সেপটিক ট্যাংক রয়েছে ১৫৮৭টি ভবনে এবং নেই ২৮২২টি ভবনে। সোক ওয়েল রয়েছে মাত্র ৩৪১টি ভবনে, আর নেই ৪০৬৮টি ভবনে।

তিনি ভবন মালিকদের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ১৯৬১ সালের লীজ ডিডের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি প্লটে সেপটিক ট্যাংক স্থাপন বাধ্যতামূলক এবং অকুপেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও বাসযোগ্য নগর গঠনে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর শাহে আলম, এমপি বলেন, কিছু ক্ষেত্রে অসচেতনতার কারণে লেকে সরাসরি পয়ঃনিষ্কাশন লাইন সংযুক্ত করা হয়েছে, যা মারাত্মক পরিবেশ দূষণের কারণ। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে সুয়ারেজ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

সভায় অংশগ্রহণকারী সোসাইটির প্রতিনিধিরা তাদের মতামত, অভিজ্ঞতা এবং সুপারিশ তুলে ধরেন। তারা এ ধরনের উদ্যোগকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে নিয়মিত তদারকি ও সমন্বিত কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান।

সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, পরিকল্পিত নগরায়ণ, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রাজধানীকে একটি টেকসই ও বাসযোগ্য নগরে পরিণত করতে সহায়ক হবে।